HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)
D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

Ref: hrss/2023/ka/19 Reg. No: S-12473/2016

তারিখঃ ৩১.১২.২০২৩ ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০২৩
‘এইচআরএসএস’ এর মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫২ বছর উৎযাপন করলেও বাংলাদেশের মানুষ এখনো স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল পায়নি । সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার শব্দগুলো ২০২৩ সালেও বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে ২০২৩ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল খুবই উদ্বেগজনক । সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান সরকারের অধীনে অনেক ইতিবাচক অর্জন সত্ত্বেও, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের অধিকার, এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিতে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ছিল চোখে পড়ার মত। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনে যেখানে বাংলাদেশের অনেক মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়নি সেখানে বিরোধীদল বিহীন ২০২৪ সালে আরেকটি নির্বাচনের আয়োজন চলছে।

চলতি বছরের পুরোটা জুড়েই দেশে নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রবণতা দেখা গিয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা, মিথ্যা মামলা, গণগ্রেফতার, রাজনৈতিক গ্রেফতার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেআইনি ও বর্বর আচরণের ঘটনাগুলো দেশের মানুষকে উদ্বিগ্ন করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে সাংবাদিকরা হামলা, মামলা ও গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হয়েছেন। সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশীরা ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এর হাতে হত্যা ও নির্যাতন সহ বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে মানবাধিকার পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে । বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নৈরাজ্য এবং সংঘাত লক্ষ করা গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অতি উৎসাহী কর্মকান্ড, বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনকে লক্ষ্য করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেড়েছে। বিরোধী সভা-সমাবেশে বাধা দিতে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা, তল্লাশি, মোবাইল ফোন অনুসন্ধান এবং গণগ্রেফতারের মাধ্যমে ভিন্নমতকে দমন করার একটি ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। ২৮ অক্টোবর বিরোধী দলসমূহের সমাবেশ ও পরবর্তী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সহিংসতা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যার ফলে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, পরিবহন কর্মী, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মীসহ অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর সাথে, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সারাবছর জুড়েই অসংখ্য মামলা এবং গণগ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে, যা বিরোধীদের কণ্ঠকে দমন করার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। সাংবাদিকদের উপর হামলা এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিশেষ প্রয়োগ মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও

ক্ষুন্ন করেছে। এবছরের সেপ্টেম্বর মাসে মানবাধিকার সংগঠক 'অধিকার' এর সেক্রেটারি জনাব আদিলুর রহমান খান ও নির্বাহী পরিচালক জনাব নাসির উদ্দিন এলান কে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮' এর অধীনে গ্রেফতার ও সাজা প্রদান করা হয়েছে। এই সাজা প্রদানের ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আরো বেশি সংকুচিত করেছে এবং জনমনে আরও ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বছরের শেষ দিকে এসে গুপ্ত হামলা, গণগ্রেফতার, নির্বাচন-তফসিল পরবর্তী সহিংসতা, বিরোধী নেতাদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও পরিবারের কাছ থেকে অর্থ চাঁদাবাজিসহ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করা গেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতার মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মৃত ও গুম হওয়া ব্যক্তিদের বিচারকার্য বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যাপকতা এবং শাসক দলের কর্মীদের সাথে প্রশাসনিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আচরণের মিল উদ্বেগ বাড়িয়েছে। দমনমূলক ব্যবস্থাগুলি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার ফলে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বিরোধী আন্দোলনের উপর নির্যাতন বেড়েছে।

ন্যায্য মজুরির দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন মানবাধিকার সংকটের ক্ষেত্রে আরেকটি মাত্রা যুক্ত করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলো, শ্রমিকদের আন্দোলন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারদলীয় কর্মীদের দ্বারা দমনের সম্মুখীন হয়। যেখানে ব্যাপক হতাহত এবং প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের ১২টি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএস এর তথ্য অনুসন্ধানী ইউনিটের তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এই বছর উদ্বেগজনকভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার ৯৩৩টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৯৬ জন ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯২৫৮ জন। যার অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের অন্তর্কোন্দল, নির্বাচনী সহিংসতা এবং বিএনপির পদযাত্রা ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগের পাল্টা শান্তি সমাবেশ কেন্দ্রিক সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটে। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা ৮৫৫৬ জন রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতারের শিকার হয়, তন্মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের ৮২৭৭ জন। একই সময়ে, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৪৫৬ টি মামলায় ১৪৪০০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ৫৮৯৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের দ্বারা বিরোধীদলীয় কমপক্ষে ৬২৮ টি সভা-সমাবেশ আয়োজনে বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। এসময় তাদের সাথে সংঘর্ষে ৩৩৯১ জন আহত এবং সমাবেশ কেন্দ্রিক ৬০৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও নির্বাচনী সহিংসতার ২৫৬টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ০৯ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৪৩৯ জন । শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসেই নির্বাচনী সহিংসতার ১৮৭টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ০৫ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯০২ জন ।

এ বছর ১৯৪ টি হামলার ঘটনায় ৩৬৭ জন সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। ২ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন অন্তত ১৮৬ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ৮৬ জন, হুমকির শিকার হয়েছেন ২৬ জন, গ্রেফতার ১১ জন ও ৫৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। একই সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এর অধীনে দায়ের করা ৫৮ টি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬০ জন এবং অভিযুক্ত করা হয়েছে ১৮৮ জন। এছাড়া "সংখ্যালঘু" সম্প্রদায়ের উপর ২৭ টি হামলার ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪৩ জন এবং ১৭ টি মন্দির, ৩১ টি প্রতিমা ও ২৫ টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মার্চ মাসে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রাদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় ১ জন নিহত ও অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। এ হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ১০১টি বাড়ি ও ৩০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

এটি উদ্বেগজনক যে, "গণপিটুনির" ১১৩ টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭৩ জন এবং আহত হয়েছেন ৮৮ জন। এ সময়ে ১৯৮ টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে ৩ জন সহ নিহত হয়েছেন ৪০ জন এবং আহত হয়েছেন ৩৫০ জন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শ্রমিকদের সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের অভাবে দুর্ঘটনায় ১৪৮ জন শ্রমিক তাদের কর্মক্ষেত্রে মারা গেছেন। এ সময়ে ২৪ টি গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ১০ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও "ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী"(বিএসএফ) কর্তৃক ৫৮ টি হামলার ঘটনায় ৩০ জন বাংলাদেশী নিহত এবং ৩১ জন আহত ও ১৩ জন গ্রেফতার হয়েছেন। এ সময়ে ভারতীয় সীমান্তে আরও ৯ জন বাংলাদেশীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

২০২৩ সালে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা/হেফাজতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ৩১টি ঘটনার শিকার হয়েছেন ৩৩ জন । যাদের মধ্যে ০৭ জন তথাকথিত ক্রসফায়ার/বন্দুকযুদ্ধের নামে, ০৭ জন নির্যাতনে এবং ১৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ৫ জন মারা গিয়েছে। এছাড়াও কারা হেফাজতে ৮৪ জন মারা গেছেন। শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসেই কারা হেফাজতে ১৫ জন মারা গেছেন যার মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের ৮ জন।

উল্লেখ্য এ বছর আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে তুলে নেয়া হয়েছে কমপক্ষে ৩১ জনকে যাদেরকে অন্তত ৭২ ঘন্টার মাঝে আদালতে সোপর্দ কিংবা তাদের পরিবারকে আটকেরর বিষয়ে অবহিত করা হয়নি। ১৯ জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো এবং ৬ জন ছেড়ে দেয়া হলেও বাকি ৬ জন এর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়াও ২৪ ঘন্টায় নিম্ন আদালতে সোপর্দ এবং ১২ ঘন্টার মাঝে পরিবারকে জানানোর বিষয়ে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও

অন্তত ১৬ জনকে অবৈধ ভাবে আটকে রাখা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গিয়েছে যাদের মধ্যে ৬ জনকে মুক্তি দেয়া হলেও বাকি ১০ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

২০২৩ সালে ২৩৬১ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯৯০ জন, যাদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে ৫৫৭ জন (৫৬%) ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে ১৯২ জন (১৯%) নারী ও শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৪৩ জনকে যাদের মধ্যে শিশু ২৮ জন এবং ৯ জন ধর্ষণের শিকার নারী আত্মহত্যা করেছেন। ৭০২ জন নারী ও শিশু যৌন নিপীড়ণের শিকার হয়েছেন তন্মধ্যে শিশু ৩৯৪ জন। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭৩ জন নারী এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৬৩ জন ও আত্মহত্যা করেছেন ৭ জন। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ২৯৯ জন, আহত হয়েছেন ৯৮ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ১১৮ জন নারী। এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৯ জন নারী যাদের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন। অন্যদিকে, এটি উদ্বেগজনক যে, ২১৭৮ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যাদের মধ্যে ৫২৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৬৫২ জন শিশু শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে বিরোধী দলসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগনের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আর এ সকল বিষয় বাস্তবায়ন করতে না পারলে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাবে। তাই "হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি"র পক্ষ থেকে সরকারকে মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে এবং দেশের সকল সচেতন নাগরিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশি-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন গুলোকে আরো সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ

ইজাজুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
হিউম্যান রাইট্স সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
ইমেইল: hrssbd14@gmail.com